



গত রবিবার প্রয়াত ভারতরত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর অষ্টম প্রয়াণ বার্ষিকীতে নয়াদিল্লিতে তাঁর স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সকালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উপ-রাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং, অমিত শাহ থেকে শুরু করে মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রয়াতের প্রতি দেখতে পাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী প্রণাম জানাচ্ছেন সে ছবি ক্যামেরায়। নয়াদিল্লি।

RNI REGD. NO. ASSBEN/2015/64350, Postal Regn. No.-SC-69/2025-2027

‘শুভেচ্ছা’ মানবতার ই উৎস মুখ

শুভেচ্ছা

VOLUME- 12, ISSUE : 2 "Shubheccha" (Bengali-Weekly Newspaper), Silchar, Monday 17 August, 2026 • শিলচর ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার মূল্য - ৫.০০ টাকা মাত্র, ৪ পাতা

স্বাধীনতার প্রাককালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ



নতুনদিল্লি : স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, দেশ ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য প্রস্তুত এবং এই সম্মুখে দেশের আত্মনির্ভরশীলতা উন্নয়ন, যুবশক্তির উপর জোর দিয়ে দেশকে বিশ্বের সামনে বিশেষ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের পথে চলতে হবে। নানা আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মধ্যেও ভারতের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত এবং

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বৃহৎ অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে ভারত নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে বলে দাবি করে বলেন রাষ্ট্রপতি। যেভাবে সরকার সর্বাঙ্গীন বিকাশকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়েছে তা নিয়ে প্রশংসাও করেন। ২৫ কোটিরও বেশি দেশের মানুষ দরিদ্র সীমারেখার বাইরে উঠে এসেছেন।



গত শনিবার শ্রীভূমিতে কাটিগড়ার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরস্কারস্থ প্রথমে ভারতমাতার পূজায় এবং একইদিনে তিনি শনিপূজায়ও পূজার্নায় অংশগ্রহণ করেন এবং আশীর্বাদ চেয়ে নেন। কাটিগড়া।

দেশের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বরাক উপত্যকা ভিত্তিক নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতা ১৫ আগস্ট প্রতিবছরের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনায় কাছাড় স্পোর্টিং ক্লাব, মধুরবন্দ, শিলচর। প্রথম পুরস্কার হিসেবে টাকার রাশি ৮০ হাজার, দ্বিতীয় পুরস্কার ৪০ হাজার, তৃতীয় পুরস্কার ২৫ হাজার টাকা সঙ্গে প্রত্যেক জন পুরস্কারের সঙ্গে ট্রফিও দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তিনটি বিভাগ করার মধ্য দিয়ে আরও পুরস্কারের দিক ক্রমাগতই

৮০তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী



শুভেচ্ছা প্রতিবেদন, নয়াদিল্লি : গত ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লালকেল্লায় ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ১৪৭ কোটি জনতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রথমই তিনি দেশের কোণে কোণে তেরঙ্গা যাত্রা চলার যে রূপরেখা সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে দেশ যে গর্বিত তা ব্যক্ত করেন। বন্দে মাতরম যে আজকের দিনে কেবল মাত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয় গুঞ্জরিত হচ্ছে বিশ্বের দিকে দিকে। প্রধানমন্ত্রী প্রারম্ভে দেশ স্বাধীন হওয়ার মূলে যে রক্তস্রাব বহু ত্যাগী জীবনের অমূল্য সময় যেমন দিয়েছিলেন তাছাড়া বয়সের ব্যবধানে প্রাণ বিসর্জন নানা স্থানে একটি লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে করেছিলেন যে দিকগুলো দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন এবং বড় স্বপ্ন সামনে রেখে পরিশ্রমী

তিনের পাতায়—



গত ১৫ আগস্ট শনিবার স্বাধীনতার ৮০তম দিবস উদযাপনে গুয়াহাটীর রাজীব ভবনে সাংসদ তথা রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি গৌরব গগৈ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং রাজ্যের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দিক তাঁর বক্তব্যে উঠে আসতে দেখা যায়। গুয়াহাটি।

২০০৪ সনে ধেমাজীতে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হওয়া শহিদদের স্মৃতিতে গভার শ্রদ্ধা জানাতে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক শোকসভার অর্থাৎ দিবসটি শ্রদ্ধার সহিত পালন করার জন্য গত ১৪ আগস্ট কার্যসূচি ঘোষণা করা হয়। অনুরূপভাবে রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলোতেও এই দিনটি রবিবার পালন করার খবর রয়েছে অর্থাৎ আর কোন মর্যাদাসিক ও রেখাপাত করার মত মৃত্যু ঘটনার দৃষ্টান্ত যাতে না ঘটে সে লক্ষ্যে চলতে হবে। হাইলাকান্দি।

দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের প্রধান অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্তবিশ্ব শর্মা



শুভেচ্ছা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : দেশের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের মুখ্য অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় খানাপাড়ার খেলার

মাঠে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি যখন বক্তব্য রাখছিলেন এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে ফেসবুকে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিস্বরূপ ১ কোটি টাকা বিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রীকে খুন করার ফোনযোগে প্রকাশ্য বার্তা ওঠে আসে। বক্তব্য অর্থাৎ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকরা বিষয়টিকে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনলে তিনি বলেন, না এ

ব্যাপারে আমি এখন পর্যন্ত অবগত নই, তবে বিষয়টি যেহেতু জানলাম তাই দেখব। অন্যদিকে রাজ্যের পুলিশ নির্দেশক ব্যাপারটিকে গুরুত্ব সহকারে নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়ার দিকে পুর এলার্ট করে দেন রাজ্য পুলিশ বিভাগকে তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত দিক কোনও অবস্থায় হালকাভাবে নেওয়ার মধ্যে থাকবে না।

তিনের পাতায়—

নগাঁও জেলার প্রধান অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা তাছাড়া দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অসম বিধানসভার সচিবালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অধ্যক্ষ রঞ্জিত কুমার দাস। তিনি বলেন, স্বাধীনতার মূলে অনেক আন্দোলন এবং অনেক প্রাণহানির অর্থাৎ শহিদ হওয়ার ইতিহাস আমাদের সন্মুখে রয়েছে তাই তাঁদের প্রতি এদিন গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বক্তব্যে বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলো দিককে তুলে ধরেন এনদিকে মন্ত্রী কেশব মহন্ত উত্তর লখিমপুর জেলায় আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের মুখ্য অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। গুয়াহাটি।



গত শনিবার ১৫ আগস্ট দেশের স্বাধীনতা ৮০তম দিবস উদযাপিত হয় দেশব্যাপী। কাছাড় জেলার মূল অনুষ্ঠান শিলচরে ডি.এস.এ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মন্ত্রী কৌশিক রাই। শ্রীভূমি জেলায় জাতীয় পতাকা ডি.এস.এ ময়দানে উত্তোলন করেন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, হাইলাকান্দি জেলার স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলাশাসক জয় বিকাশ (আইএএস)।

রাজ্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে

শিবসাগর, চরাইদেও, যোরহাট ও গোলাঘাট, উজান অসমের এই চার জেলার সাম্প্রতিক বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জেরে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণে ১,০০০ কোটিরও বেশি টাকা খরচ হতে পারে। দিসপুরের লোকসেবা ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে এমনই জানানেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব তৈরি করতে রাজস্ব বিভাগের উদ্যোগে ৯ আগস্ট থেকে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ৮,৩২৫টি পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করা হয়েছে। প্রাথমিক হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সমীক্ষা চলবে। প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি এই প্রক্রিয়ায় যাচাই করা হতে পারে। সমীক্ষার পর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেখানে কোনও প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তের নাম বাদ পড়লে বা তথ্যের ভুল থাকলে অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফের যাচাই হবে। এরপর ১৫ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারের জ্যেষ্ঠ আধিকারিকেরা অন্য জেলার আধিকারিকদের মাধ্যমে তালিকা পুনরায় পরীক্ষা করবেন। হিমন্তবিশ্ব বলেন, বন্যায় স্থায়ী ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছে।

বিভ্রান্তি

এখন থেকে প্রতিদিনের জন্য ‘শুভেচ্ছা’ আপনাদের হাতের মুঠোয়। সময়ের সঙ্গে সঠিকভাবে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ডিজিটাল করতে হয়েছে আর এরমধ্য দিয়ে ‘শুভেচ্ছা’র সঙ্গে সম্পর্ক এবার বলা যায় বিশ্বজুড়ে। দেখা গেল ১৫ আগস্টের ১টি মাত্র দিনেই আপনাদের আশীর্বাদ ধন্য হবার অগণিত মতামত ওঠে এসেছে। যেভাবে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ২০১৫’র স্বাধীনতা দিবসের দিনে যাত্রা শুরু হয়েছিল সে সময়ও প্রিন্ট মিডিয়া হিসেবে যথেষ্ট সহযোগিতার এবং মতামতের দিক আপনারা সুনিশ্চিত করে আসছিলেন আজ তা ১২ তম বর্ষে পদার্পণ করে ডিজিটাল রূপ পেল, তাই আপনাদের সর্বস্ব স্বহযোগিতা কামনা রইল।

shubheccha.co.in

লিংক-এ ক্লিক করলেই দেখতে পাবেন খবর।

সম্পাদক

Lunch and Dinner
Contact for
HOME DELIVERY
(Only for Silchar)
Phone No. :
9435644638

Tasty Bites

Good Food | Good Mood | Good Life

DELICIOUS FOOD | FAST & SAFE DELIVERY | HYGIENIC PREPARATION | SATISFACTION GUARANTEED

House Rent Available for Job Holders

at Prime Location in Silchar.

One Single room with attached
Bathroom and Kitchen and

One Double room with attached Bathroom,
Kitchen and Balcony.

Please Contact - 9435724853

এন কে জুয়েলার্স

এন এন দত্তরোড,
শিলচর - ৭৮৮০০১,
কাছাড়, আসাম

Hallmark Gold, Making
facility available Here
Mob. No. - 9435809452

বামপন্থী দলসমূহের অভিমত

অসমের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যের জনগণের মতামতকে পদদলিত করার জন্য সমস্ত ধরনের পথ অবলম্বন করে যে স্বৈরাচারী নীতি গ্রহণ করেছে, তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে রাজ্যের পাঁচটি বামপন্থী দল সিপিআই (এম), সিপিআই, সিপিআই (এম-এল), ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এসইউসিআই (সি)। এই সরকার কৃষকের জমির অধিকার রক্ষার আন্দোলন সংগঠিত করার অপরাধেই আদিত্য কুমার রাভা, প্রণব দোলে সহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করে রেখেছে। পরবর্তী সময়ে প্রণব দোলে সহ পাঁচজনকে আদালত জামিনে মুক্তি দিলেও, প্রণব দোলে সরকার পুনরায় এনএসএ (NSA)-র অধীনে গ্রেপ্তার করে জেলে নিক্ষেপ করেছে। উপগ্রহ নগরী (Satellite Township) স্থাপনের অজুহাতে জনজাতীয় কৃষকদের জমি কর্পোরেট নেতৃত্বাধীন সরকার। এর বিরোধিতা করার জন্যই আন্দোলনকারীদের ওপর এনএসএ-র মতো কালো আইন ব্যবহার করতেও কুণ্ডাবোধ না করা সরকারটি যে স্বৈরতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিবাদী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কাজকর্ম সংকুচিত করতে পরিকল্পিতভাবে নেমে পড়েছে এই সরকার। রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ করার জন্য ২,০০০ টাকা জমা দিয়ে আবেদন করার অদ্ভুত নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। চরম উদ্বেগের বিষয় যে, স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোকেও অনুমতি প্রদানের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ। সামান্য অজুহাতে সভা-সমাবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অত্যন্ত গহণীয় যে, সভা-সমাবেশের অনুমতি না দিলেও আবেদনের সঙ্গে জমা দেওয়া ২,০০০ টাকা ফেরত না দেওয়ার নীতি অনুসরণ করেছে এই স্বৈরতান্ত্রিক সরকার। রাজ্য সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে

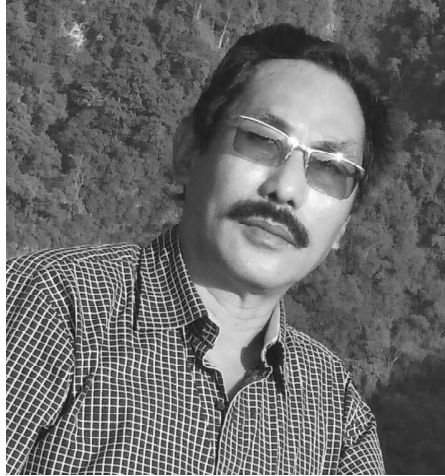
রাজ্যের রাজধানী গুয়াহাটি মহানগরীতে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের মিছিলের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করার মাধ্যমে। এমনকি মহানগরীতে পোস্টারিং করার ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, যাতে বিরোধী দল ও সংগঠনগুলোর প্রচার অভিযান সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। এটি রাজ্যের ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। এছাড়াও, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর বিভিন্ন মনগড়া ও কঠোর ধারায় মামলা চাপিয়ে দিয়ে তাদের সন্ত্রস্ত করার এবং ভবিষ্যতে যাতে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে না ওঠে, তার অপচেষ্টা চালাতে দেখা গেছে। জনগণের সমস্যা সমাধানে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ সরকারটি ভয়-ভীতির পরিবেশ এবং উৎকট সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার পথ বন্ধ করতে চাইছে। সম্প্রতি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার বন্যা ত্রাণের জন্য সাহায্য বা অনুদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা বা বাধা আরোপ করেছে, তাতেই প্রমাণিত হয় এই সরকার কতটা স্বৈরাচারী। বন্যা ত্রাণ বিতরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এই সরকারের এমন ঘোষণা চরম নির্লজ্জতার প্রদর্শন রাজ্যের বাম দলগুলো সরকারের এই ধরনের অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক কর্মকাণ্ডকে খিঙ্কার জানাচ্ছে।

সিপিআই(এম), সিপিআই, সিপিআই(এম-এল), ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এসইউসিআই(সি) সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সরকারের কাছে দৃঢ় দাবি জানাচ্ছে এবং সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছে। দলগুলো রাজ্যের জনগণকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। সুপ্রকাশ তালুকদার সম্পাদক, সিপিআই(এম), অসম কনক গগৈ সম্পাদক, সিপিআই, অসম বিবেক দাস সম্পাদক, সিপিআইশ্চএম(এল), অসম মিহির নন্দী সভাপতি, ফরওয়ার্ড ব্লক, অসমচন্দ্রলেখা দাস সম্পাদক, এসইউসিআই(সি), অসম।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের জাতীয় ঐক্যসূত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত ভূমিকা

কলাশ্রী পরিতোষ বর্মণ, সংস্কৃতি রত্ন

নেতৃবর্গের চরিত্রের বিশেষত্ব ইহাই। পাশ্চাত্য বিদ্যা ধনমান পদমর্যাদা সকলই ধর্মের অধীন-ধর্মের সহায়ক করেছে। এই ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা সনাতন হিন্দু জাতির প্রত্যেক সনাতনী হিন্দুরই জন্মগত সংস্কার। সুতরাং, এই দুই প্রকার লোকেদের মধ্যে একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অশিক্ষিত প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত, যার মধ্যে সনাতন হিন্দু জাতির জীবনের মূল শক্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান, যার মধ্যে অন্য আর কিছু নেই। আর একজন, যে না কী পাশ্চাত্য সভ্যতার কতকগুলো নকল হীরা-জহরের অলঙ্কার



পরিধান করে ততক্ষে আসেন। অথচ যার ভেতর সেই জীবনপ্রদ শক্তি সঞ্চারিত। আধ্যাত্মিকতা লেশমাত্র ভাব নেই এই উভয় সম্প্রদায়ের যদি তুলনা করা যায়, তবে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ সকলে একমত হয়ে প্রথমোক্ত সম্প্রদায়েরই পক্ষপাতী হবেন। কারণ, এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা হলেও উন্নতির আশা করতে পারা যায়, তার একটি অবলম্বন আছে, জাতীয় মন্ত্রস্ততা তাঁর জেগেছে।

ক্রমশঃ —

Natural, Unique, Healthy, Good To Drink
ROSEKANDY TEA
Is Now Trustea certified

Green Tea is
also Available
in Silchar
At

RAJESH TRADING CO. Premtala, Silchar - 1
Tel : 03842-247214, 234883

জমি বিক্রয়

শিলচর শহরে ২কাঠা জমির
ওপর বসতবাড়ি তিনতলা
ফাউন্ডেশন যুক্ত বিক্রয় করা
হবে, দর আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ করুন :
৯১০১৬৫৩৯৬৫

একের পাতার পর

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী

দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে যুবক-যুবতীদের মা-বোনদের সঙ্কল্প গ্রহণের মধ্যে দিয়ে আমরা বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। সবসময় মনে রাখতে হবে সঙ্কল্পকে সবার উপর রেখে এগিয়ে গেলে নিশ্চিত দেশ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে সক্ষম হবে। ভারত এগিয়ে চলার স্বপ্ন দেখছে আর সেই লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে। যখন স্বাধীনতার ১০০ বছরে পা রাখবে দেশ সে সময় হল ২০৪৭ সন। সেই লক্ষ্যকে দেশবাসীর সামনে রেখে প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে শুরু করে আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা, ইসরো, কৃষি বিভাগ প্রত্যেক ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত কাজের দিক এগিয়ে এসেছে। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণির নাগরিকদের পৃথক পৃথক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছে সকলের প্রয়াসের জন্যই দেশ আজ বিশ্বের কাছে বিশেষ মর্যাদায় স্থান করতে সক্ষম হয়েছে। গরিব দরিদ্রসীমার নিচে থেকে ক্রমে সীমারেখার বাইরে আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়ার প্রতি চলছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে অনেক আগে কিন্তু সেই সময়কালে শাসনে যারা ছিলেন তাঁদের দূরদর্শীতার অভাবের জন্য দীর্ঘ সময়কে উন্নয়নের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে আজ অর্থাৎ গত ১২ বছর থেকে গতি নিয়ে দেশ এগিয়ে চলেছে যা প্রিয় দেশবাসী লক্ষ্য করে চলেছে। সীমান্ত সুরক্ষা থেকে শুরু করে খাদ্য নিরাপত্তা প্রত্যেক ব্যাপারে সরকার সংবেদনশীল রয়েছে। ডিজিটাল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ডিজিটাল লেনদেন যত সময় যাচ্ছে দেশে যেমন বেড়ে চলেছে বিশ্বকেও ভারত আজ পথ দেখাচ্ছে। গ্রামের এবং শহরের দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করা লোকদের স্বাস্থ্যপদ প্রতঃক্রিয়া সম্পন্ন করতে শৌচাগার নির্মাণ করার কাজও হয়েছে এবং চলছে।

দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে

রাজ্যের প্রধান অনুষ্ঠানে

মুখ্যমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসের উজ্জ্বল অনুষ্ঠানে দীর্ঘ বক্তব্যে রাজ্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশের দিক উঠে আসে এবং আগামীদিনের বিকশিত অসমের সংকল্পও তুলে ধরা হয়। আগামী ৫ বছর রাজ্যসরকার উন্নয়নের জন্য ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। উন্নত শাসনব্যবস্থার জন্য আটটি নতুন সমজেলা গঠন, যুব সমাজের জন্য বিশেষভাবে যুবকদের সবলীকরণ ও উন্নয়নের বিভাগ গঠনের দিক প্রকাশ করা হয়, খেল মহারণ তৃতীয় সংস্করণ অনুষ্ঠিত করার কথা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিভাকে শনাক্ত করে প্রতিভা সম্পন্ন খেলোয়াড়দের বিশেষভাবে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হল মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের মধ্য দিয়ে। নভেম্বর থেকে অসমে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ অভিযান আরম্ভ করার কথাও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বহুবিবাহের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম কার্যকর করা হবে এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এধরনের বিষয়কে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, উন্নত নগরোন্নয়নের জন্য একটি নতুন স্যাটেলাইট সিটি গড়ে তোলা হবে, আগামী ২ অক্টোবর বিশেষ কমিটির মাধ্যমে সরকার ১লক্ষ জমে থাকা ফাইল নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ অভিযান স্বরূপ “মিশন সম্ভাবনা” আরম্ভ করা হবে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে চাউল চুকাফার আগমন ও আগমনের ৮০০ বছরের গৌরবময় সময় এবং গমধর কৌণ্ডর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য উদযাপনের দিক সম্পর্কে বলেন যা করা হবে। সম্মানীয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২৫ বছরের গৌরবময় যাত্রা উদযাপনের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে ১০০ কোটি টাকা প্রদান করা হবে, ১০০০ জন উদ্যমী কৃষকদের মধ্যে ১ লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হবে তাছাড়া জেলায় জেলায় যেসকল সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ভাষণ প্রদান করা হয় তাতে সরকারের বিগতদিনের কাজের দিক এবং আগামীদিনের কর্মপরিকল্পনার ছবিকে তুলে ধরা হয়। খানাপাড়ার মুখ্য অনুষ্ঠানে রাজ্যের সকলশ্রেণির উপস্থিতি চোখে পড়ার মত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীন হবার মূলে যেসকল প্রাণ বিসর্জিত হয়েছিল তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পাশাপাশি আগামীদিনের সমাজব্যবস্থার বাস্তব রূপকে কিভাবে কাজের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে বিকশিত ভারত তথা অসমের বিকাশ ঘটে সেই দিক স্পষ্ট হয় তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে।

হাইলাকান্দি জেলা পরিবহন বিভাগের কার্যালয়ে

৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা

উত্তোলন করেন দেবশীষ মন্ডল



শুভেচ্ছা প্রতিবেদন, হাইলাকান্দি : গত ১৫ আগস্ট দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সমগ্র দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হাইলাকান্দি জেলার পরিবহন বিভাগের কার্যালয়েও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং বক্তব্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পরিবহন আধিকারিক দেবশীষ মন্ডল তাছাড়া জেলাজুড়ে স্থানে স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার আরও খবর পাওয়া যায়।

বৈঠক গাড়কারি-পরিমলের বরাকের সড়ক উন্নয়নে



শিলচর : বরাক উপত্যকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গাড়কারির কাছে পেশ করলেন শিলচরের সাংসদ বিজেপির বরিশ্ত নেতা পরিমল গুরুবৈদ্য। নতুনদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিলচর লোকসভা কেন্দ্র ও সংলগ্ন বরাক উপত্যকার সড়ক পরিকাঠামোর বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে

ধরেন তিনি। সাক্ষাৎকালে সাংসদ গুরুবৈদ্য বলেন, উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা শুধু যাতায়াতের সুবিধাই বাড়ায় না, বরং স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বরাক উপত্যকার মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এই সড়কগুলির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে পেশ করা প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে এসএইচ-৩৯-এর শিলচর মেডিক্যাল কলেজ থেকে ধোয়ারবন্দ বাজার পর্যন্ত প্রায় ২২ কিলোমিটার সড়ক চার-লেন করা। এই সড়ক সম্প্রসারিত হলে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগামী অ্যাম্বুলেন্স, রোগী, শিলচর এনআইটি ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াত আরও দ্রুত ও নিরাপদ হবে বলে দাবি করা হয়েছে। এ ছাড়াও এনএইচ-৩০৬-এর রাঙ্গিরখাড়ি পয়েন্ট থেকে সোনাবাড়িঘাট পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার অংশ চার-লেন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ এই গুরুত্বপূর্ণ করিডরটি সম্প্রসারণ করা হলে দীর্ঘদিনের যানজট অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। এনএইচ-৩৭-এর ক্যাপিটাল পয়েন্ট থেকে শিলচর আইএসবিটি পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার অংশ চার-লেন করার প্রস্তাবও বৈঠকে তুলে ধরা হয়। এই অংশের উন্নয়নের মাধ্যমে শহরের অন্যতম ব্যস্ত সড়কে যানজট কমার পাশাপাশি স্থানীয় যাত্রী ও গণপরিবহণ ব্যবস্থার গতি ও নিরাপত্তা বাড়বে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিলচর শহরের যানজট কমাতে অল্পপূর্ণা ব্রিজ থেকে এনএইচ-২৭-এর ডলু বাজার পর্যন্ত প্রায় ১২.৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন গ্রিনফিল্ড অ্যালাইনমেন্ট বা বাইপাস নির্মাণের প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছে। এই সড়ক তৈরি হলে ভারী পণ্যবাহী যানবাহন শহরের অভ্যন্তর দিয়ে চলাচল না করে বিকল্প পথে যেতে পারবে। ফলে শহরের যানজট ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর চাপও হ্রাস পাবে। এর পাশাপাশি এসএইচ-৩৮-এর তারাপুর ইন্ডাস্ট্রি কলোনি থেকে কালাইন পর্যন্ত প্রায় ২৮.৫ কিলোমিটার সড়ক চার-লেন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই সড়কটি উন্নীত হলে যানজট ও পাশাপাশি দুর্যোগের সময় জরুরি পরিষেবা ও উদ্ধারকার্য পরিচালনায় যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে বলে সাংসদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বৈঠকে এনএইচ-৩৭-এর কাশীপুর রুটের প্রায় ১৩ কিলোমিটার অংশ উন্নীত করার প্রস্তাবও পেশ করা হয়। সড়কটি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষিজ পণ্যবাহী যানবাহন, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, দৈনিক যাত্রী এবং শ্রমজীবী মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একইভাবে এনএইচ-৩৭-এর রংপুর রুটের প্রায় ১২ কিলোমিটার সড়ক উন্নীত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ ও কৃষিনির্ভর এই এলাকার সড়ক পরিকাঠামো উন্নত হলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এ দিনের বৈঠকে ২০১৭-১৮ সালে জাতীয় মহাসড়ক হিসেবে উন্নীত করার জন্য যে সব সড়ক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেগুলির বর্তমান অবস্থাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নজরে আনেন পরিমল গুরুবৈদ্য। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাড়কারি সাংসদের উত্থাপিত বিষয়গুলি মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং বরাক উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যাগুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। পূর্বে জাতীয় মহাসড়ক হিসেবে উন্নীত করার জন্য নীতিগত অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলি মন্ত্রক গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের ৮৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস (২২ জুন ২০২৬)

উপলক্ষে পার্টির কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আপিল

শিলচর : অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের ৮৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পার্টির সকল সদস্য, কর্মী, সমর্থক এবং শুভানুধ্যায়ীদের জন্য বিপ্লবী শুভেচ্ছা। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা সেই গৌরবময় ক্ষণটিকে স্মরণ করছি, যখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪০ সালের ২২ জুন নাগপুরে ফরওয়ার্ড ব্লককে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংগঠিত করে একটি স্বাধীন, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ এবং সমাজতান্ত্রিক ভারত গড়ে তোলা। আমাদের পার্টির গৌরবময় ইতিহাস হলো ত্যাগ, সংগ্রাম, সাহস এবং রাষ্ট্রের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের ইতিহাস। বিগত সাড়ে আট দশক ধরে ফরওয়ার্ড ব্লক নিষেধাজ্ঞা, দমন-পীড়ন, নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার, রাজনৈতিক নির্যাতন এবং নানা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু সরকারি দমন-পীড়ন বা প্রতিকূল পরিস্থিতি কোনোটিই আমাদের কর্মীদের সংকল্পকে টলাতে পারেনি। পার্টির অস্তিত্ব এবং এর বিকাশ হলো সেই অসংখ্য শহীদ, নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের আত্মত্যাগের ফল, যাঁরা নেতাজির আদর্শের জন্য নিজেদের সর্বশেষ উৎসর্গ করেছেন। এই পবিত্র মুহূর্তে আমরা সেই সমস্ত শহীদ ও প্রয়াত নেতাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লকের গঠন, বিকাশ ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে এবং জাতীয় মুক্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজবাদের মহান উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন বলিদান দিয়েছেন। তাঁদের ত্যাগ ও সংগ্রাম আজও আমাদের একটি উন্নত ভারত গড়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। আজ আমাদের দেশ গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। কর্পোরেট একাধিপত্য দেশের অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ শক্ত করছে। আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তাদের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত নীতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ধর্ম, জাতি ও অঞ্চলের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করে দেশের ঐক্য ও সংহতিকে দুর্বল করতে লিপ্ত রয়েছে। দুর্নীতি, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষি সংকট এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক দর্শন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

তাঁর সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ, অটল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয় পুনর্গঠনের দৃষ্টিভঙ্গি আজকের সাম্প্রদায়িক, বিভেদমূলক ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বিকল্প পথ প্রদর্শন করে। পার্টির বিগত কংগ্রেসে সারা দেশে ক্ষুধার ঘর নেতাজিস্কু (ঘরে ঘরে নেতাজি) অভিযানের আহ্বান জানানো হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো নেতাজির বার্তা, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া।

বন্যা ব্যবস্থাপনাকে জাতীয় অগ্রাধিকার দাবি কণাদের

শিলচর : রাজ্যের বন্যা সমস্যা নিয়ে সংসদে সরব হলেন রাজ্যসভার সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ। বুধবার সংসদের অধিবেশনের শুরুতে এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে অসম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন তিনি। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনাকে জাতীয় অগ্রাধিকার দিয়ে বন্যা-সহনশীল অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সামগ্রিক ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করেন সাংসদ কণাদ। তিনি বলেন, রাজ্যে বন্যা এখন একটি বার্ষিক মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছে। অসম ভারতের অন্যতম বন্যাপ্রবণ রাজ্য। রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকার প্রায় ৩৯.৫৮ শতাংশ বন্যাপ্রবণ। যা জাতীয় গড়ের

প্রায় চার গুণ। প্রতি বছর গড়ে ৯.৩১ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যার কবলে পড়ে। রাজ্যে সাম্প্রতিককালে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক বন্যায় এখন পর্যন্ত প্রাণহানি ঘটেছে ৯৯ জন লোকের। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার ব্যাপক ত্রাণ সাহায্য প্রদান করেছে। সাতটি জেলায় ১.২৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ এখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যা শুধু ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য হয় না। বিভিন্ন এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টি, আন্তঃসীমান্ত নদীর প্রবাহ, ভাঙন, নদীর তলদেশে

পলি জমা, অপরিষ্কার জল সংরক্ষণ পরিকাঠামো, বাঁধ ভেঙে যাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। তাই কেবল সাময়িক সমাধানে রাজ্যে বন্যা মোকাবেলা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ বলেন, উত্তরপূর্ব সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (নর্থ ইস্ট ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি) গঠন করা আবশ্যিক। যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবকটি রাজ্যের মধ্যে বন্যার পূর্বাভাস, নদী অববাহিকা পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা কর্মসূচির সময় গড়ে তুলবে। এ বিষয়ে সাংসদ কয়েকটি

প্রস্তাবও পেশ করেন। এরমধ্যে অন্যতম, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক নদী অববাহিকার জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা, প্রধান নদীগুলোর ড্রেজিং বা পলি অপসারণের কাজ ত্বরান্বিত করা এবং আধুনিক প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাঁধগুলোকে শক্তিশালী করা। এছাড়াও উপগ্রহ-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, ডপলার আবহাওয়া রাডার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত পূর্বাভাস এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে রিয়েল-টাইম বন্যা পূর্বাভাসের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। বন্যা-সহনশীল আবাসন, শস্য সুরক্ষা, নদীভাঙন নিয়ন্ত্রণ এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সহায়তা প্রদানও প্রয়োজন।

‘আমরা বাঙালী’ সংগঠন শিলচর পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে, বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় (অনন্ত মহারাজ) সম্প্রতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে একাধিক বার অবমাননাকর ও আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন বলে সংবাদমাধ্যমে অভিযোগ উঠেছে। সংগঠনের আবেদন পড়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ২৬ জুলাই উত্তরবঙ্গে একটি জনসভায় নগেন্দ্র রায় নেতাজীকে নিয়ে কুকটিকর্ষণ মন্তব্য করেছেন, যা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিকে আঘাত করেছে এবং অনেক মানুষের অনুভূতি আহত করেছে।

সংগঠনের আসাম রাজ্যিক কমিটির সম্পাদক সাধন পুরকায়স্থ বলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দেশের প্রতি ত্যাগের ইতিহাস, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগ সারা দেশের কাছে সম্মানিত; তাই রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে এমন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তারা পুলিশকে আবেদন করেছেন যে, মন্তব্যগুলোর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ন্যায়সংগত তদন্ত করা হোক। আরও দাবি করা হয়েছে যে, ১২ আগস্ট তারিখে শিলচরের ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে, নগেন্দ্র রায় তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে যে অসমের একটি বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ শংসাপত্র দেখিয়েছেন, সেই নামের বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব ওই এলাকায় পাওয়া যায়নি।

সংবাদ সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তথ্যের অধিকার আইনের মাধ্যমে পাওয়া নথি অনুসারে বিদ্যালয়টির সম্পর্কে সংশয় উৎপন্ন হয়েছে। ‘আমরা বাঙালী’ সংগঠন দাবী করেছে, বিষয়টি সত্য হলে এটি অত্যন্ত গুরুতর ও তদন্তনীয়; তাই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তর, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারি নথি যাচাই করে শিঘ্র তদন্ত শুরু করা হোক। শিলচর

‘গ্রাহাম মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শিল্ড’ অনুষ্ঠিত

কলকাতা : কলকাতা ফেডারেশন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো আন্তঃ অফিস ফুটবল টুর্নামেন্ট ‘গ্রাহাম মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শিল্ড’ (Graham Memorial challenge Shiel), এই টুর্নামেন্টে কলকাতার বিভিন্ন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট অফিস কুড়ি পঁচিশটি দপ্তর অংশগ্রহণ করে। আজকের এই গ্রাহাম মেমোরিয়াল শিল্ডে প্রথম খেলা হয়ে গেল কলকাতা পুলিশ ডাইরেক্টরেট স্টাফ ক্লাব ফুটবল দল বনাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ডাইরেক্টরেট

ফুটবল দল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কে ৪-০ গোলে পরাজিত করে। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে প্রবেশ করেন কে.পি.ডি’র সদস্য হুগলী রিষড়ার ছেলে বাদল বর্মন এবং দুই মিনিটের মধ্যে একটি অনবদ্য এসিস্ট করে সতীর্থ আনোয়ার রহমান কে দিয়ে গোল করিয়ে হ্যাটট্রিক করান। এই বাদল বর্মন একাধারে হকি খেলোয়াড় প্রশিক্ষক ফুটবলার, সুসংগঠক, কবি সাহিত্যিক হিসাবে তার ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। পরিশেষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কে ০৪-০০ গোলে পরাজিত করে মাঠ পরিত্যাগ করেন।

৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ভ্যালি ভিউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলচর : ‘লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ভ্যালি ভিউ’-এর উদ্যোগে, শিলচর মালুগ্রামের ‘জ্যোতিষালয় ওল্ড এজ হোম’-এ, ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। যাঁদের সঙ্গ ও সাহচর্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাঁদের সঙ্গে এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ক্লাব ভ্যালি ভিউ। ক্লাবের সভাপতি সঞ্জীব রায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইপিপি বান্দিতা ত্রিবেদী রায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট অনুপ রায়, জেসমিন বেগম, জ্ঞানশ্রী দাস, পুষ্পাবতী রায় (কো-পিসি), শিপ্রা ভট্টাচার্য, চুমকি রায় এবং অন্যান্যরা। মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি, স্নেকস ও জলখাবার বিতরণ করা হয়। এই বিশেষ দিনে ‘ওল্ড এজ হোমের’ সমস্ত আবাসিক ও কর্তৃপক্ষকে একসঙ্গে ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও আবেগঘন এক দৃশ্য। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানটি ‘রাইজিং ইয়ুথ সোসাইটি, শিলচর’-এর সহযোগিতায় আয়োজিত হয়। সঞ্জীব রায় ও জ্ঞানশ্রী দাস সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন। এরপর শিলচরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। সম্মানীয় প্রজেক্ট চেয়ারপার্সন পিঙ্কি সিং দাসের নেতৃত্বে একটি ‘দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের’ আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিত সাংস্কৃতিক শিল্পী, ক্লাব ভ্যালি ভিউ-এর সদস্যবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এই অত্যন্ত মনোরম, বর্ণময় ও আনন্দঘন সম্মান উপভোগ করেন। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বান্দিতা ত্রিবেদী রায় ও শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সজল কান্তি দাস।



৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কাছাড় জেলার মুখ্য অনুষ্ঠানটি ডি.এস.এ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন সমারোহে শনিবার ১৫ আগস্ট উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ, রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব, বিজেপি প্রবীণ নেতা নিত্যভূষণ দে, বিজেপি কাছাড় জেলার সভাপতি রূপম সাহা, বিধায়ক রাজদীপ গোস্বামী, আমিনুল হক লস্কর, অমিয় কান্তি দাস, কিশোর নাথ, প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, প্রমুখ। শিলচর।

সাম্প্রতিক আসামের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। কলকাতা থেকে আগত তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল শিবসাগর জেলার বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করেন। শিশু খাদ্য থেকে আরম্ভ করে জামা কাপড়, ঔষধপত্র ইত্যাদি বন্টন করে মানবিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তৃণমূলের অন্যতম কর্মকর্তা অভীষেক ব্যানার্জি ও মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে বিশিষ্ট তৃণমূল কর্মী সুমিত দে , সঞ্জীব দাস ,গোপাল হালদার ,অভিমন্যু সেনগুপ্ত ,বরুন দাস , সোমনাথ শিকারী, সতরুপা বড়ুয়া,বিধান গাঙ্গুলী দীপঙ্কর,রাজ মামা,সাধন মণ্ডল, দীপঙ্কর নন্দর প্রমুখেরা বিগত কয়েকদিন ধরে ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। এই কাজে সহযোগিতা করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের আসাম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মজুমদার সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী শ্রীমতি আপি ভট্টাচার্য। তৃণমূল কংগ্রেসের এই মানবিক কার্যক্রমের জন্য বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার ভুক্তভোগীরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন।



জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে বক্তব্য প্রদান করা হয়। কার্যালয়ের কর্মীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় ছিল। শিলচর।



কাছাড় জেলা পরিষদের প্রাক্কনে জেলা পরিষদের সভাপতি কঙ্কন নারায়ণ সিকদার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং তারপর তিনি ভাষণ রাখতে গিয়ে স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্য তুলে ধরেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়ে কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। শিলচর।



৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমগ্র দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাছাড় জেলার সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপ-প্রবন্ধক। শিলচর।



কাছাড় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয় সম্পূর্ণ মর্যাদা সহকারে। শিলচরের অফিসপাড়ায় পূর্ত বিভাগের কার্যালয়ের প্রাক্কনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়কালের পরিবেশ ক্যামেরায়।